মুজিবনগরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান

মুজিবর্ষকে সামনে রেখে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফাসার উসমান গনীর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, সাধারন সম্পাদক হেকমত আলী, মুজিবনগর উপজেলা পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির চেয়ারম্যান রেজাউল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বাজারের বিভিন্ন আঙিনায় সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য বাজারের বিভিন্ন স্থানে ১০ টি ডাস্টবিন বসানো হয়।

ফিট হতে প্রিয় খাবার বিসর্জন দিয়েছিলেন তামিম

২০১৪ সালের শেষ দিকেও মাহমুদউল্লাহর ওজন ছিল ৯০ কেজি। দুই বছরের মধ্যে সেটি নেমে আসে ৭৮ কেজিতে। ফিটনেসে এই যে আমূল পরিবর্তন, এর পেছনে মাহমুদউল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যাঁর অবদানের কথা বলেছিলেন তিনি—মারিও ভিল্লাভারায়েন।

শুধু মাহমুদউল্লাহ নন; তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মুর্তজা থেকে শুরু করে লিটন দাস, সাইফ হাসান—প্রত্যেকের ফিটনেসে উন্নতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে মারিওর। ২০১৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে যোগ দেওয়া ৪৬ বছর বয়সী শ্রীলঙ্কান ট্রেনার

বাংলাদেশ-পর্ব শেষ করতে যাচ্ছেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে। বিদেশিদের বাংলাদেশ দলে এত দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা কমই আছে।

বাংলাদেশে প্রায় অর্ধযুগ কাটিয়ে দেওয়া মারিওর সবচেয়ে বড় অর্জন, ফিটনেসে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভীষণ সচেতন করে তোলা। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ছুটিতে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার পেছনে শ্রীলঙ্কান ট্রেনারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তামিম ইকবালের কথাই ধরুন, বিরিয়ানি খুব প্রিয় খাবার বাঁ হাতি ওপেনারের।

ফিটনেস ধরে রাখতে সেই তামিম কীভাবে বিসর্জন দিয়েছেন প্রিয় খাবারটা, প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন মারিও, ‘তামিমকে নিয়ে ভীষণ খুশি। সে দলের অন্যতম ক্রিকেটার যে খুব খেতে ভালোবাসে। এখন সে বোঝে যদি ভালো খেলতে হয়, নিজেকে আরেকটা ধাপে নিতে হয় ডায়েটে পরিবর্তন করতেই হবে। তাকে বলি কী করা দরকার। সে সেটা করে। কাজেই কৃতিত্ব ওকেই দিতে হবে।’
ফিটনেস নিয়ে ভীষণ সচেতন করেছেন ট্রেনার মারিও।

লম্বা সময়ে তো কাজ করলেন, বাংলাদেশ দলে সবচেয়ে ধারাবাহিক ফিট ক্রিকেটার কে? এ প্রশ্নে অবশ্য অনেক নাম এল মারিওর মুখে। তবে মুশফিকুর রহিমকেই বেশি এগিয়ে রাখলেন তিনি, ‘মুশি থাকবে সবার আগে। ফিটনেসে খুবই ধারাবাহিক সে। তবে বলতেই হয় তরুণ ক্রিকেটার যেমন লিটন অনেক উন্নতি করেছে। এখন নিজেরাই তো ওরা অনেক কাজ করে। কদিন আগে দেখলাম আমার অনুপস্থিতিতেই লিটন নিজের মতো করে রানিং করছে। এটাই আমার সাফল্য। সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান সবাই অনেক উন্নতি করেছে।’

একটা সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ‘বদঅভ্যাস’ ছিল খেলা না থাকলে ফিটনেস নিয়ে উদাসীন থাকা। সিরিজ চলার সময়ে ফিটনেস নিয়ে যে উন্নতিটা হতো, সেটি আবার হারিয়ে যেত ছুটির সময়ে। ছুটিতে ক্রিকেটারদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনাটা ছিল মারিওর কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি কীভাবে উতরেছেন, সে গল্পটাও বললেন বাংলাদেশ দলের ট্রেনার, ‘মানসিকতায় তাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাদের আমি বোঝাই, কেন তারা এটা করছে, এতে কী লাভ। তারা যখন খেলায় ফিরে আসবে, শরীরে তা কতটা প্রভাব ফেলবে।

আমি বলি না যে মায়ের হাতের রান্না খেয়ো না। তুমি যখন বাড়ি যাও,

মা তোমার জন্য খাবার রাঁধবে—তুমি বলতে পারবে না যে মা, খাব না। উপমহাদেশের সংস্কৃতি আমি জানি। আমিও এই পরিস্থিতি কাটিয়ে এসেছি। মা যখন ভীষণ কষ্ট করে আপনার জন্য রাঁধবে, সেটা খাবেনই। না হলে মা কষ্ট পাবে। তবে সেই খাবারের পর ফিটনেস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাটাও জানতে হবে।’

মারিওর কৃতিত্ব এখানেই, ফিটনেস নিয়ে তিনি শুধু পথ দেখিয়ে দেননি, বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের সেই পথে হাঁটতেও শিখিয়েছেন। শ্রীলঙ্কান ট্রেনার তাই হাসিমুখেই যেতে পারছেন বাংলাদেশ থেকে। তাঁর আশা, সামনেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখবেন ক্রিকেটাররা।

ধরাছোঁয়ার বাইরে মাদকের মূলহোতারা

মাদকের আন্ডরওয়ার্ল্ডে তারা ডন হিসেবে পরিচিত। বলা হয় মাদকের গডফাদার। মেহেরপুরের মাদকের এক গুচ্ছ নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই। ভালো মানুষের মুখোশ পরে সমাজপতির ভুমিকায় চালিয়ে যাচ্ছে মাদকের ব্যবসা। এদের মধ্যে কারও কারও বিরুদ্ধে আছে অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ। এইসব ব্যবসা করে রাতারাতিই বনে যাচ্ছে টাকার কুমির। কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আবার কখনো শ্রমজীবী সংগঠনের ছত্রছায়ায় তারা দিনের পর দিন হয়ে উঠছে বেপরোয়া।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ও মাদক বিরোধী অভিযানের জন্য পুলিশের বিশেষ টিম এই সব গড ফাদারদের আটকে অভিযান পরিচালনা করছে। কয়েক জনকে আটক করতে সক্ষম হলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে অনেকেই। মাদক নির্মূলে তাদের আইনের আওতায় আনতে না পারলে কাজের কাজ কিছুই হবে। নতুন নতুন ব্যবসায়ীক পরিকল্পনা তৈরি করে শাষন করবে সমাজকে। আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে।

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর এবারের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে বেশ কিছু মাদকের গডফাদারদের নাম।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিন শালিকা গ্রামের হায়াত

আলীর ছেলে মিঠু। এর বিরুদ্ধে ২টি মাদকের মামলা সহ ৫টি মামলা রয়েছে। এলাকায় মাদকের গডফাদার হিসেবে পরিচিত। সীমান্তবর্তী গ্রাম হওয়ায় খুব সহজেই ভারতীয় ফেন্সিডিলসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য মিঠু বাংলাদেশে নিয়ে আসে। বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে মেহেরপুর সহ বাংলাদেশের বেশ কয়েক জায়গায় মাদক সরবরাহ করে। পুলিশের হাতে বেশ কয়েকবার ধরা পড়লেও বন্ধ হয়নি তার মাদক ব্যবসা।

মেহেরপুর বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত শফিউদ্দিন এর ছেলে নজরুল ইসলাম ওরফে নজু। এর বিরুদ্ধে মাদক মামলাসহ ৪টি মামলা রয়েছে। নজু মেহেরপুর জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক কার্যকরি সভাপতি।

নজরুল ইসলাম নজুর ছেলে রানা সেও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধেও ২টি মাদক মামলাসহ ৪টি মামলা রয়েছে। সম্প্রতি অবৈধভাবে যৌন উত্তেজক সিরাপ তৈরি ও বিক্রির দায়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের হাতে রানা আটক হয়। সেই সাথে তার পিতা নজরুল ইসলাম নজু পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করে। বর্তমানে রানা জেলা হাজতে আটক থাকলেও নজরুল ইসলাম নজু জামিনে মুক্ত আছে।

এছাড়াও নজুর ভাই মনিরুল ইসলামের ছেলে সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন। রাজনীতির আড়ালে দির্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ৩০ বোতল ফেন্সিডিল ও জাব্বারুল নামের তার এক সহযোগীসহ তাকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। বর্তমানে পলেন জেল হাজতে রয়েছে।

গাংনী উপজেলার বামুন্দি নিশিপুর গ্রামের বিচার উদ্দিন ওরফে ভজার ছেলে হাবিবুর রহমান হবি। তার বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র মামলাসহ ৬ টি মামলা রয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিন’র অনুসন্ধানে তারই নামটি বেশ জোরালো ভাবে উঠে এসেছে। হবি জেলা মটরশ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সহ সভাপতি ও শ্রমিকলীগ নেতা।
মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে হবি বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা ছির যা ইতিমধ্যে মিটে গেছে। আর মাত্র দুইটি মামলা আছে এর মধ্যে ১টি অস্ত্র মামলা। এটাও অল্পদিনের মধ্যে মিটে যাবে’।

গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের ফরমান আলী শেখ ওরফে ফেলার ছেলে জোহা। মাদক দ্রব্য সীমান্ত পার করে আনার নায়ক হিসেবে এলাকায় পরিচিত। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাদক সরবরাহ করে থাকে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে

বলেন, ‘আমরা মাদক নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে অনেকটা সফল। প্রতিনিয়ত আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে। সেই সাথে সফলতার সাথে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের আটক করতে আমরা সক্ষম হয়েছি’।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী বলেন, ‘ইতিমধ্যে মেহেরপুর জেলার মাদক সম্◌্রাট বলে যারা পরিচিত তাদের আটক ও আইনের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মাদক নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিটি থানা প্রাঙ্গনে মাদক বিরোধী সমাবেশ করা হচ্ছে। সেই সাথে পুলিশের একটি চৌকস দল মাদক নিয়ন্ত্রনে সব সময় কাজ করছে’।

তিনি আরো বলেন, ‘আপনারা জানেন আগামী ১ মার্চ মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল মেহেরপুরে আসবেন। এসময় তিনি মাদক ও জঙ্গি বিরোধী সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেহেরপুর থেকে মাদক সম্পূর্ন ভাবে নির্মূল করতে আমরা সক্ষম হবো’।

(মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মাদক নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চলবে)…

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সড়কে পথ দুর্ঘটনায় পিয়াস নামের এক যুবক আহত হয়েছে। পিয়াসকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত পিয়াস মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের আল-আমিন হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, পিয়াস গাড়াডোব থেকে মোটরসাইকেল যোগে আসার পথে আমঝুপি উত্তর পাড়া নামক স্থানে একটি ছাগলের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার।

সভায় বক্তব্য রাখেন নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম।

সভাই কি নোট উপস্থাপন করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম শাহীন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে একদিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (রাজস্ব) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা বিআরডিবি হলরুমে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু’র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মো. ইয়ানুর রহমান, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আখের আলী, জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান।

সমবায়ীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হুমায়ূন কবীর রিপন, মো. শফিউল আলম, যুথিকা রানী বিশ্বাস প্রমূখ।

প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস, মো. হাফিজুর রহমান, অফিস সহকারী মেহেদি হাসান। গাংনী উপজেলার ৭ টি সমবায় সমিতির ২৫ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন নদী পরিদর্শন করলেন নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার দুইদিনের সফরের ২য় দিন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার ভৈরব নদ, কাজলা নদী পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল বুধবার সকালের দিকে ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কাজলা নদী, পিরোজপুর ও জাদুখালিতে ভৈরব নদ

এবং মুজিবনগর উপজেলার যতারপুরে ভৈরব নদ পরিদর্শন করেন।

এসময় নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিবাড়ি পরিদর্শন করেন।

মেপ্র/আরপি

সাংবাদিক ও সংগঠক মেন্টুর দাফন সম্পন্ন

ভোরের কাগজের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুজ্জামান মেন্টুর দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ২য় জানাজা শেষে মেহেরপুর পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে সকাল ৯টার সময় মেহেরপুর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে ১ম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার আগে সাংবাদিকরা মেন্টুকে শ্রেষ শ্রদ্ধা জানান।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ জানাজা ও দাফন কাজে অংশগ্রহণ করে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আনিসুজ্জামান মেন্টু মৃত্যুবরণ করেন।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে র্যালী

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুরে এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে র্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির নেতৃত্বে র্যালীটি মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে শুরু করে বাদ্যের তালে তালে প্রধান সড়ক অতিক্রম করে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি এসএম ই মেলা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো: তৌফিকুর রহমান, সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন, সহকারী কমিশনার মাহমুদুল হাসান, মেহেরপুর জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম বকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীর আত্মসমর্পন

মেহেরপুরে অস্ত্র মামলার ১৪ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী হিরোক আলী আদালতে আত্মসমর্পণ করেছন।

হিরোক মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর-দুলালনগর গ্রামের খোকন আলীর ছেলে।

গতকাল বুধবার বিকেলের দিকে হিরোক মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল চতুর্থ আদালতের বিচারক কেরামত আলীর আদালতে আত্মসমর্পণ করেল,

আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলার বিবরেণ জানা যায়, ২০১১ ইং সালের ১৩ জুলাই গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস আই টিপু সুলতান নাইন এমএম পিস্তলসহ হিরোক, আলমগীর ও রিপন নামের তিন যুবককে আটক করেন।

আটককৃতদের বাড়ি দুলালনগর গ্রামে। ওই ঘটনায় অস্ত্র আইনের ১৮৭৮-এর ১৯ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা হয়। যার মামলা নং- ২৪। জি আর কেস নং ৩৭/২০১১। এস টি নং ৮৭/২০১১।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। পরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল চতুর্থ আদালতের বিচারক তাজুল ইসলাম ওই তিন ব্যক্তিকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

সাজাপ্রাপ্ত তিন জন ২ বছর জেল খাটার পর আদালতের মাধ্যমে জামিন পান। পরে হিরোক পানি পথে মালয়েশিয়ায় পালিয়ে যায়। আসামী আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের মাঠে পুলিশের কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যায়। বাকী আসামী রিপন পলাতক রয়েছে।

এদিকে পলাতক আসামী হিরোক মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরে এসে আদালতে আত্মসমর্পন করেন।

মেপ্র/আরপি